ভিন্নমত ট্যাবলয়েড বিতর্কঃ সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজম বনাম আন্টি পর্ণোগ্রাফি ফেমিনিজম

-বিপ্লব

ট্যাবলয়েডের বিরুদ্ধে রক্ষনশীলরা আক্রমন করবে এটা ছিল প্রত্যাশিত-শত্রু ছারা যেমন রাজনৈতিক ইসলাম বা হিন্দুত্ব বাঁচে না, রক্ষনশীলতারও তেমন শত্রু ছারা পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। যাইহোক মুক্তমনার সম্পাদক জাহিদ আহমেদ এবং তনবীরা তালুকদার ধর্মীয় রক্ষনশীলদের সাথে গলা মিলিয়ে ভিন্নমতের ট্যাবলয়েড আদর্শকে বিভিন্ন ফোরামে আক্রমন করায় আমি কিছুটা অবাক। তাই ভাবলাম বাঙালী কূপমন্ডকদের কাছে গোটা পৃথিবী কি ভাবছে সেটা একটু পৌঁছে দেওয়া দরকার।

বিবর্তনের চালিকা শক্তি যৌনতা। কিন্তু আমাদের সমাজ যে 'self organization' পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে অবাধ যৌনতার ওপর কিছু বিধি-নিষেধ দরকার ছিল। ধর্ম এই প্রয়োজনটাই কাজে লাগিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃস্টি করছে। আজ বিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির দিনে যেখানে পিতার প্রয়োজনই প্রায় অবলুপ্ত এবং নারীর সার্বিক সুরক্ষার জন্য পুরুষ অপ্রয়োজনীয়, যৌনতা নিয়ে আমাদের দৃস্টিভঙ্গী মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধকূপ থেকে একবিংশ শতাব্দীর চন্দ্রযানে উত্তোরন অবশ্যকাম্য।

প্রশ্ন উঠেছে নারীর নগ্ন শরীর প্রদর্শন নারীবাদ বিরোধি না নারীবাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ? পর্নোগ্রাফিতে নারীশরীরের প্রদর্শন নারীমুক্তি না পিতৃতন্ত্রের নারী নির্যাতনেরই আরেক রূপ?

যারা মনে করেন নারীশরীর প্রদর্শন নারীমুক্তির কোন উপায়তো নয়ই বরং তা দশানন পিতৃতন্ত্রের আরেক রাবনমুখ মাত্র, তাদের পাশ্চাত্যে বলে এন্টিপর্ণোগ্রাফি ফেমিনিস্ট। আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৭০ থেকে যখন পর্ন ভিডিও আমেরিকায় প্রবল জনপ্রিয় হয়, মেয়েরা সুখীগৃহকোন ছেড়ে টপলেস, বিকিনি এবং নুডিস্ট সংস্কৃতির দিকে ঝোঁকে। শঙ্কিত ধর্মীয় রক্ষনশীল ক্যাথোলিক চার্চ অর্ডিন্যান্স জারী করেঃ

"Pornography consists in removing real or simulated sexual acts from the intimacy of the partners, in order to display them deliberately to third parties. It offends against chastity because it perverts the conjugal act, the intimate giving of spouses to each other. It does grave injury to the dignity of its participants (actors, vendors, the public), since each one becomes an object of base pleasure and illicit profit for others. It immerses all who are involved in the illusion of a fantasy world. It is a grave offense. Civil authorities should prevent the production and distribution of pornographic materials.(Section 2354)"

১৯৭০ য়ে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে চার্চের সাথেই গলা মেলান ডায়ানা রাসেল, এন্ড্রিয়া দোওকিন, ক্যাথেরিন ম্যাককিনমন, সুসান ব্রওনমিলার, ডর্চেন লেইহোর্ট এবং রবীন মর্গান। পর্নোগ্রাফি নারীবাদি আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর এই ধারণা থেকে জন্ম নেয় সংগঠন women against pornography (WAP).

এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায় লিন্ডা বোরম্যান নামে এক পর্নোনায়িকা তার স্বামী চাক ট্রেইনর এর বিরুদ্ধে এক ফৌজদারি মামলা আনলে-তাতে জানা যায় পর্নোশিল্পে মেয়েদের ওপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন চলে এবং সেইজন্য WAP দাবি তোলে পর্নগ্রাফী শিল্প বন্ধ হৌক। এই মামলাটিকে কেন্দ্র করে সুসান কোলের লেখা *Power Surge: Sex, Violence and Pornography* বইটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়-মূল বিষয় ছিল পর্নোগ্রাফিকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া যায় কি না। ওয়াক সদস্যা এবং দুঁদে উকিল ম্যাককিনমন সওয়াল করেন একে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার বিরুদ্ধে। সমস্যা হচ্ছে এর বিরুদ্ধবাদিরা, যাদের বলে সেক্স পজিটিভ ফেমিনিস্ট (আমরা এদের নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো একটু বাদে), তারা প্রশ্ন তোলেন কোন মেয়েকি টাকা ছারা পর্নোশিল্পে নামবে? বিস্তারিত সাক্ষ্যে জানা যায়, অধিকাংশ পর্নো নায়িকায় মোটা টাকার অঙ্কের চুক্তিতে এই কাজ করছেন এবং কোম্পানীর সাথে বনিবনা না হলে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। ফলে পর্নোশিল্প তুলে দেওয়ার মামলা টেকে নি।

ডরকিন এবং ম্যাককিনন এতে দমেন নি-মিনিয়াপলিসের রক্ষনশীল মেয়র ডোনালড ফ্রেজারকে বুঝিয়ে ১৯৮৩ সালে মিনিয়াপলিশ শহরে আমেরিকায় প্রথম আন্টি পর্নোগ্রাফি সিভিল অর্ডিন্যান্স পাশ হয়। পরে ইন্ডিয়িনাপলিশ , বেলিংহামেও একই আইন পাশ হয়। কিন্তু ১৯৮৮ সালে আমেরিকান সুপ্রীমকোর্ট এই সমস্ত অর্ডিন্যান্স অসংবিধানিক বলে বাতিল করে-এন্টিপর্নো ফেমিনিস্টদের আইনগত পরাজয় হয়।

এরা পরবর্ত্তীকালে এরা দুটো গ্রুপে ভেঙে যান-একদল সফট পর্নোকে (যেখানে ছেলে-মেয়েদের নগ্নদেহ প্রদর্শন করা হয় শুধু - যেমন প্লেবয়) বাদ দিয়ে পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা নির্নয় করতে বলেন। এর কারণ হচ্ছে সফট পর্নো অনেক ক্ষেত্রেই সেক্সথেরাপিস্টরা ইমপোটেনসির বিরুদ্ধে প্রেসক্রাইব করেন কারণ তা মেডিকেশনের থেকে ভালো। WAP অধিকাংশ মামলায় হেরে যায় কারণ তারা সফট আর হার্ড পর্নোর মধ্যে পার্থক্য করে নি। বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলরা সফটপর্নোর উপযোগিতা নিয়ে নানান বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ দেখাতেন এবং WAP সফটপর্নোর সাথে ভায়োলেন্ট , কিডি পর্ন আলাদা না করার জন্য এইসব মামলায় হারে। আমেরিকায় বর্তমান অবসিনিটি আইন পুরোটাই কিডিপর্ণের বিরুদ্ধে, ভায়োলেন্ট পর্নের বিরুদ্ধে পর্যন্ত কোন আইন আনা সম্ভব হয় নি-যদিও রেগন চেস্টা করেছিলেন।

১৯৮৪ সাল থেকে কিছু ফেমিনিস্ট এই এন্টিপর্নো ফেমিনিস্ট আন্দোলনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হৌন-তাদের মনে হয় WAP মেয়েদের যৌনজীবনপালনের স্বাধীনতায় রাজনীতি ঢোকানোর চেস্টা করছে এবং রক্ষনশীল খ্রীস্টানদের ক্রীড়ানকে পরিনত হয়েছে। এর পুরোধায় ছিলেন এলেন উইলিস, সুসী ব্রাইট, প্যাট্রিক ক্যালিফা, এভেডন ক্যারোল, বেটি ডডসন এবং গাইল রুবিন। এরাই সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজমের জন্মদাত্রী। যাদের মূল বক্তব্য হলো নারীস্বাধীনতার জন্য পর্নোগ্রাফি অত্যন্ত জরুরী। ভায়োলেন্ট বা কিডি পর্ন এরাও সমর্থন করেন না কিন্তু নারীর নগ্নদেহ প্রদর্শনের অধিকার অর্জনের জন্য পর্নোগ্রাফি শিল্পকে নারীবাদি আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে এরা মনে করছেন। এদের অনেকেই ছিলেন প্রাক্তন পর্নো নায়িকা বা ন্যুড মডেল -ফলে পর্নোশিল্পকে এরা আরো অনেক ভালো জানতেন এবং WAP কে এরা প্রতিপদে নাস্তানাবুদ করেছেন-যেহেতু WAP মূলত এইসব পর্নোনায়িকাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের কাহিনী থেকেই তৈরী হয়েছিল। গাইল রুবিন (১৯৮৪) প্রথম এন্টি-পর্ন ফেমিনিস্টদের বিরুদ্ধে জোরালো সওয়াল করেন এবং প্রমান করেন এন্টি-পর্ন ফেমিনিস্টরা আসলেই রক্ষনশীল পিতৃতন্ত্রের বি উইংঃ

"...There have been two strains of feminist thought on the subject. One tendency has criticized the restrictions on women's sexual behavior and denounced the high costs imposed on women for being sexually active. This tradition of feminist sexual thought has called for a sexual liberation that would work for women as well as for men, The second tendency has considered sexual liberalization to be inherently a mere extension of male privilege. This tradition resonates with conservative, anti-sexual discourse."

এলেন উইলস তার প্রবন্ধে [Feminism, Moralism, and Pornography" (Willis, 1992a)] এন্টি-পর্নো ফেমিনিস্টদের প্রবল সমালোচনা করছেন সব পর্নোকে এক গোয়ালের গরু হিসাবে ট্রিট করে আন্দোলনে নামায়। তার বক্তব্য হচ্ছে ("Lust Horizons: Is the Women's Movement Pro-Sex") পর্নোগ্রাফি কি ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে, পর্নো নারীবাদি বা নারীবিরোধি। ইনি ছিলেন প্রবল নারীবাদি পর্নো তৈরীর পক্ষে যেখানে একজন পুরুষের যাবতীয় ফান্টাসি না দেখিয়ে, নারী যৌনকামনার সমস্ত অলিগলি দেখানো হবে।

বর্তমান সেক্স পজিটিভ ফেমিনিস্টদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছেন রেচের বুজেল। রেচেল তার প্রবন্ধেও প্রচন্ড পর্নোগ্রাফী শব্দ (যা আমেরিকায় অভদ্র ভাষা বলেই স্বীকৃত) ব্যবহার করেন-কিন্ত তার লেখা ও যুক্তি অনবদ্য। আমি তার লেখার কিছু অংশ তুলে দিলাম-রেচেলের ইতর ভাষা রক্ষনশীল পাঠকদের মনোক্রোধের কারণ হতে পারে বলে আমি আগে থেকেই সাবধান করে রাখছিঃ

"Ladies, be warned: Your pussies are causing the downfall of society. If we keep posing for nude photos, sucking cock (and enjoying it), and getting Brazilian bikini waxes, our hard-won feminist gains will disappear, according to the latest generation of scolds and alarmists, writers like Ariel Levy (*Female Chauvinist Pigs*), reality show rabbi Shmuley Boteach (*Hating Women: America's Hostile Campaign Against the Fairer Sex*), and Pamela Paul (*Pornified*). To them, fucking freely is bungling our climb toward equality. These well-intentioned prudes proffer a false choice: Be the next Jenna Jameson or support Hillary for president. There's no room for a lusty woman in office (never mind Mary Carey's political ambitions), and certainly no credence given to strippers or adult performers, who they see as airheaded sluts.

We're in the middle of a culture war around sex, and it goes beyond left vs. right. Many of the voices quick to excoriate you for buttfucking, baring your boobs, having a threesome, or public sapphic smooching come from the left. Levy argues that women have to (and want to) out-'ho ourselves to fit into our increasingly raunchy, male-identified sexual culture. She cites Paris Hilton as a lead "pig." That the devil-may-care heiress wasn't chastened for her slutty ways irks those who think women should never flaunt their bodies—even voluntarily. Blogger Twisty of I Blame the Patriarchy (blog.iblamethepatriarchy.com) incited feminist ire when she wrote, "There's a reason that deep-throating a funk-filled bratwurst makes a person retch." Holier-than-thou pronouncements of sexual superiority don't scream "sisterhood" to me.

There's a world of difference between being branded a sex object and choosing to be one under certain circumstances. Recall Tad Friend's classic 1994 "do-me feminism" *Esquire* article, in which Lisa Palac said, "Degrade me *when I ask you to*" (emphasis mine).

Women's true desires may not make for perfect propaganda, but sex is justifiably complex. I may like to get spanked until I scream, but I still deserve to be treated as an intelligent human being. Submitting sexually doesn't equal becoming a doormat outside the bedroom.

Men are also unfairly judged—as brutish horndogs selfishly out to get as much sex as they can. The truth is, they're confused and constrained by the "macho" role too. Recently, a man asked me whether wanting to get fucked up the ass by a woman was "normal." Men have plenty of desires that aren't sanctioned by popular culture, leaving them to wonder if any woman will embrace such kinks as men wearing women's panties, getting tied up, or being penetrated with a dildo. On the other hand, women often question whether our dirtiest dreams (especially those involving BDSM) make us unfit as future leaders.

Feminists are just like any other women, with a range of sexual desires and practices from doggy-style to bukkake, and it'd be a shame for us to hold back in a misguided attempt to live up to the legacies of Susan B. Anthony and Gloria Steinem. We can choose to be celibate or to have someone come on our face. Having a full range of sexual options should be a high-priority feminist goal.

According to Boteach, "No single factor has led to the greater debasement of women than the widespread availability of casual sex. If a man can get a woman without having to earn her, what incentive does he have to try to become a gentleman?" Aside from the obvious insult to both sexes, Boteach misses the real point: What good is power in the boardroom if we have to lie back and wait to get fucked? Why can't we pursue pleasure as aggressively as we pursue promotions?

Sara DeKeuster is one of my heroines. In 2005, in *The UWM Post,* an independent student newspaper, she ran a photo essay exploring her rape fantasies. The uproar was instantaneous. One blogger, Kyle Duerstein, wrote (but later deleted), "Sara DeKeuster ought be[sic] raped today. And after that, she ought be [sic] raped tomorrow, by someone else . . . she might be killed by her attacker. Maybe then, she'll get it, and if not, she'll be dead, and the world will be a less f*$!ed up place." The Women's Resource Center claimed the spread created a "hostile campus" and was "an active act of harm." In response, DeKeuster evoked Cindy Sherman: "I am not sorry for my art! It would be like saying I'm sorry for being a woman and that I like sex (or to be fucked rather)."

Thankfully, many of us are exploring our kinks in all their flavors. I'm thrilled with the thriving sexually explicit blogosphere, from Inside the Velvet Rope (redvelvetropeburn.com) to masturbation blog Wank Log (wanklog.blogspot.com), but feel we're only halfway there when almost every erotic blogger is forced to use pseudonyms for fear of exposure.

I encourage all men and women to make the sexual choices that are right for them, regardless of what's "cool." I can't tell you how to fuck. Instead of looking to gurus, activists, porn stars, and how-to books, you'd be better off looking inside, spending some quality time with your fingers around your cock or pressed against your clit figuring out what sets you off. Forget about the judgments of your friends and neighbors (who are probably just as wild in the sack as you are).

The feminist sex wars were largely fought before I was born, yet sadly, women continue to

battle each other over what we do in bed, as if coming up with the most politically correct form of orgasm will automatically solve other inequities. I believe in advancing the cause of sexual freedom for everyone, by increasing our knowledge and offering room for fantasy and safe, nonjudgmental experimentation.

Sexual freedom is not the only, or the most pressing, issue facing American women today, but it's vital to any true feminist movement. Excoriating other women and berating them for a host of erotic sins creates unnecessary divisions and puts people on the defensive. No one has the right to tell you how to fuck. " *from Fucking and Feminism by* ***Rachel Kramer Bussel***

রেচেল সেক্সপজিটিভ ফেমিনিজমের মুখপাত্র The village voice (www.villagevoice.com) এর সম্পাদক এবং এই ম্যাগাজিনটির পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা এন্টি-পর্নো ফেমিনিস্ট মুখপাত্র ন্যাশানাল কোয়ালিশনের http://www.nationalcoalition.org/ প্রায় শতগুনের ও বেশী। অর্থাৎ এন্টি পর্নোফেমিনিস্টরা আমেরিকায় জনবিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয় , ন্যাশানাল কোয়ালিশন আসলেই রক্ষনশীল খৃষ্টানদের সংগঠন। রক্ষনশীল এবং নারীবাদি একসাথে—এই গোঁজামিল চলতে পারে না বেশীদিন। ফলে এন্টি-পর্নোফেমিনিস্টরা প্রায় লুপ্তপ্রায় আমেরিকায়।

এবার দেখাযাক এন্টিপর্নোফেমিনিস্টরা সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজম বা যৌননারীবাদীদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তুলে থাকেনঃ

১. পর্ণোগ্রাফিতে মেয়েদের অবমাননা করা হয়

২. পর্ণোগ্রাফি মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসার সৃস্টি করে

৩. পর্নগ্রাফিতে মেয়েরা পিতৃতন্ত্রের লালসা মেটায়

এবার ঠান্ডা মাথায় দেখা যাক অভিযোগের সত্যতা নিয়ে।

প্রথম অভিযোগ মেয়েদের দেহকে সেক্স অবজেক্ট হিসাবে দেখানো অন্যায়-ভাবা অন্যায়!

সেক্সপজিটিভ ফেমিনিস্টরা বলেন তাহলে মেয়েদের দেহকে আর কি ভাবে দেখবো? একজন নারী বা পুরুষ যতটাই দেহ, ততটাই মন। দেহ ব্যতীত স্বাধীন মনের অস্তিত্ব এখনো প্রমানিত নয়। মেয়েদের দেহপ্রদর্শন 'লিবারেশন' না 'ডিগ্রেডেশন' নির্নয় করার কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে কি? ব্রাজিলে সাম্বা নৃত্যের সময় মেয়েরা প্রায় নগ্ন হয়ে নেচে পুরুষ সঙ্গী আকর্ষন করে-এটা ডিগ্রেডেশন না লিবারেশন? পাশ্চাত্যের গোগো বারে মেয়েরা নগ্নশরীর প্রদর্শন করে প্রভূত উপার্জন করে। এটা ডিগ্রেডেশন? নারীর অবমাননা? টাকা না পেলেতো সে এটা করতো না। তাহলে একজন সাধারণ উপার্জনকারীর সাথে তার পার্থক্য কোথায়? তার সুন্দর শরীর দেখিয়ে সে যদি উপার্জন করে, তাতে কার কি ক্ষতি হচ্ছে? তার

শরীরের না মনের ক্ষতি হচ্ছে? না সমাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে? না তাকে জোর করে এই কাজ করানো হচ্ছে?

গোগোবারে কোন পুরুষ কোন মেয়ের ওপর জোর খাটাতে চাইলে, ষন্ডাগন্ডা মার্কা বাওনসার সেই পুরুষটিকে গলা ধরে বার করে দেবে। মেয়েটির যৌনস্বাধীনতা এখানে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। অথচ আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে স্বামীরা তাদের বৌদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনমিলনে বাধ্য করলে সেটা নারীর অবমাননা হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়েরাই বিবাহিত ধর্ষনের স্বীকার-সেটা নারীর অবমাননা নয়। যত অবমাননার সূত্রপাত তারা দেহ প্রদর্শন শুরু করলেই। কারণ তাদের দেহ 'পুরুষের' সিন্দুকে তালা মেরে আটকানো আছে-এবং সেটাই পিতৃতন্ত্র।

প্রশ্ন উঠছে একটি নারী পর্ণোতে পুরুষতন্ত্রের কামনা-লালসা মেটাচ্ছে। তা মেটাচ্ছে। কিন্তু নারী যদি অন্যপুরুষকে দেহ না দেখায়, সে কি নিজের আয়নায় নিজের দেহ দেখিয়ে পুরুষতন্ত্রের সিন্দুকে চাবি ভাংবে? অন্যপুরুষকে সে নিজের দেহ না দেখালে, পিতৃতন্ত্রের হাজার হাজার বছরের এই জগদ্দল পাথর ভাংবে কি করে?

একজন বিবাহিত নারী তার স্বামীর কাছে ধর্ষিত হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে পিতৃতন্ত্রের কাছে দেহ প্রদর্শন করে, আর একজন ল্যাপড্যান্সার উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং স্বাধীনতার নিরাপত্তায় পিতৃতন্ত্রের কাছে পোষাক খোলে। কোনটা অবমাননা, কোনটা লিবারেশন কেও বলে দেবেন?

পিতৃতন্ত্রের চাবিটা হচ্ছে মেয়েদেরকে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পতিতে রূপান্তর করা। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে ন্যুড ড্যান্সাররা বা পর্নো নায়িকারা পুরুষতন্ত্রের ব্যক্তিগত সম্পতি থেকে সমস্টিগত সম্পতিতে উত্তোরিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটাতো সেই সম্পতিই? তাহলে নারীবাদি মুক্তি আর কোথায় এলো?

এবার তাহলে সবথেকে কঠিন সত্যটা হজম করা যাক। জীবনের চরম উদ্দেশ্য বায়োলজিক্যাল-আমরা সবাই আমাদের জেনেটিক কোডের সারভাইভাল মেশিন। এই সারভাইভাল সুনিশ্চিত করতে self organization এর মাধ্যমে সমাজ, ধর্ম, ন্যায়, মরালিটি বিবর্তনের পথে তৈরী হয়েছে। 'self organization' এর রুল ই হচ্ছে আমরা অন্যদের কাজে লাগি, তাই সমাজ তৈরী হয়, সমাজ টিকে থাকে। অর্থাৎ আমরা সবাই বিক্রয়যোগ্য পন্য। পুরুষ এবং নারী উভয়েই সমাজের কাজে লাগা সম্পতি, নইলে সমাজটাই টিকবে না। সুতরাং সমাজের সম্পত্তি হওয়ার মধ্যে অবমাননা কিছু নেই, বরং একপুরুষের সম্পত্তি হওয়াটা অবমাননার।

অবশ্য এর থেকেও বড় সত্য হলো, ডিগ্রেডেশন এবং লিবারেশনের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলে না-কারণ এর ফলসিফিকেশন বা ঋণাত্বকরন সম্ভব নয়। দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় 'আনপপারিয়ান জগৎ'-যেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি অচল। পোস্টমর্ডান দৃষ্টিভংগী একমাত্র কিছু সমাধান দিতে পারে।

আর মেয়েদের ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার কোথায় হয় না? ভারতে প্রতিবছর আঠারো হাজার গৃহবধুকে মেরে ফেলা হচ্ছে পণের জন্য। সেটা কি বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান মেয়েদের বিরুদ্ধে ভায়োলেন্সের জন্ম দেয় বলে??? নাকি আইনের শাসন দুর্বল বলে? ভারত-বাংলাদেশের রূপোজীবিনীদের ওপর অত্যাচার চলে কারণ, এখানে আইনের শাসন দুর্বল। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ব্যাপারটা আইনের শাসনের ওপর নির্ভরশীল—অন্যান্য কারণ খোঁজা বোকামি।

যাইহোক এবার আইনের প্রশ্নে আসা যাক। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান সুপ্রীমকোর্ট রায় দেয়, মানুষ বাড়িতে বসে কি দেখবে সেটার ওপর পোদ্দারি মারার ক্ষমতা রাষ্ট্রের নেই (STANLEY v. GEORGIA, 394 U.S. 557 (1969)) । এই রায়ের ওপর ভিত্তি করে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন পর্নগ্রাফীর ওপর একটি কমিশন বসান। কমিশনের রিপোর্টে বলছে (Report of the Commission on Obscenity and Pornography)

- জনগণের আরো সেক্স এডুকেশন দরকার
- বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পর্নোগ্রাফী থেকে দূরে রাখা দরকার

এবং বড়দের পর্নোগ্রাফি দেখার ওপর কোন বিধি নিষেধ দরকার নেই।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বেশ্যাবৃত্তি নিশিদ্ধ। সেই জন্য ১৯৮৩ সালে পর্নো শিল্পর বিরুদ্ধে এক মামলা করা হয়, পর্নোকে বেশ্যাবৃত্তির সমতুল্য ঘোষনা করতে কেননা এখানে নায়ক নায়িকারা টাকার জন্য সেক্স কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। ১৯৮৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া সুপ্রীমকোর্ট রায় দেয় (People v. Freeman (1988) 46 Cal.3d 41) সফট পর্নোর নায়ক-নায়িকা এবং সেক্স আক্টকে বেশ্যাবৃত্তি আখ্যা দেওয়া যাবে না—

"Evidence of the harm of exposure to sexually explicit images or words in childhood is inconclusive, even nonexistent. The 1970 U.S. Commission on Obscenity and Pornography, the 'Lockhart' commission, uncovered no link between adult exposure to pornography and bad behavior and called for the dismantling of legal restrictions on Erotica." - Judith Levine, *Harmful to Minors*

রেগন শেষ চেস্টা করেছিলেন ১৯৮৫ সালে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে মিজ কমিশন বসিয়ে। এটর্নি জেনারেল মিজ রায় দেন, একমাত্র হিংসাত্মক পর্নোগ্রাফি খারাপ এবং আইনত নিশিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্ত সফট পর্ণো সমাজের ক্ষতি করে এমন কোন নিদর্শন তিনি পান নি-বরং সফট পর্নোর উপোযোগিতা বিজ্ঞান মহলে স্বীকৃত।

যাইহোক ভিন্নমত সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজমের পক্ষে কারণ 'ইহাই' ইতিহাসের গতি এবং বিবর্তন। জাহেদ আহমেদ বা তনবীরার মতন বাংলা এন্টি-পর্নো ফেমিনিস্টরা আজ রক্ষনশীল ধর্মীয় লোকেদের সাথে গলা মিলিয়ে কথা বলছেন-এটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ইতিহাস থেকে উনারা শিক্ষা নিলে ভালো-নইলে উনাদেরও আমেরিকান এন্টিপর্নোফেমিনিস্টদের মতন দুর্দশা হবে-ইসলামিস্ট রক্ষনশীলদের কোলে মাথা রেখে সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজমের বিরুদ্ধে কাঁদতে হবে। ইতিহাসের আস্তাকুঁড় হিপোক্রাসি এবং হিপোক্রাটদের বিরুদ্ধে নির্দয়।